দৈনিক সংবাদ

42

তারিখ ... JUL 1 2 1999
পৃঃ ৮ কলাম ৬

ভুয়া মাদ্রাসায় অনুদান বাতিল

বিএনপি সরকারের তদন্ত কমিটির পরামর্শ পালন করছে এই সরকার

রাশেদ আহমেদ ঃ বিএনপি সরকারের সময় গঠিত তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভুয়া, অস্তিত্বহীন ও নীতিমালা লংঘনকারী মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও অনুদান সম্প্রতি বাতিল করে দেয়া হয়। ঐ তদন্ত রিপোর্টে এসব মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও সরকারি অনুদান বাতিলের পরামর্শ ছিল। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের নির্দেশে ১৯৯৫ সালে ঐ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত থানা কমিটির তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে আরো কিছুসংখ্যক ভুয়া মাদ্রাসা সংযুক্ত করে আপাতত মোট ২৫১টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ সব ভুয়া মাদ্রাসা বন্ধের প্রতিবাদে বিএনপিসহ বিরোধীদল আহূত আগামী ১৬ই জুলাই দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'অযৌক্তিক' বলে মন্তব্য করেছে।

মাদ্রাসাগুলোর উপর বিএনপি সময়ে গঠিত তদন্ত রিপোর্ট পড়লে চমকে উঠতে

মাদ্রাসা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানায় নৈকাঠি মুস্তাফাবিয়া দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা। কোন ভবন, ছাত্রছাত্রী, পাঠদানের স্থান না থাকলেও ১৩ জন শিক্ষক ও ১ জন কর্মচারী নিয়মিত সরকারি অনুদান পেতেন।

মাদ্রাসা ঃ বাতিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। ভুয়া ও অস্তিত্বহীন মাদ্রাসার নাম করে সরকারের কোটি কোটি টাকা তুলে নেয়ার চিত্রই তুলে ধরা হয় রিপোর্টে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা জানান, যেসব মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়েছে তার বেশিরভাগই বিএনপি সময়ে গঠিত তদন্তের সুপারিশ ছিল। এ নিয়ে এখন জনগণকে বিভ্রান্ত করা বা ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে আন্দোলন করা ঠিক নয়।

১৯৯৫ সালে গঠিত তদন্ত কমিটি বরিশাল জেলার সদর থানা ও বাকেরগঞ্জ থানা এবং পটুয়াখালী জেলার মির্জাপুর থানার মাদ্রাসাগুলো পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট জমা দেয় তাতে ভয়াবহ চিত্র দেখা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সহকারী সচিব মির্জা ফজলুল করিমকে আহ্বায়ক করে ঐ কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

ঐ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র বাকেরগঞ্জ থানায় ৬৭টি মাদ্রাসা রয়েছে, যা সম্পূর্ণ আশ্চর্যজনক। এই ৬৭টি মাদ্রাসার অনুকূলে বছরে শিক্ষক ভাতা বাবদ সরকার ৩ কোটি টাকা দিচ্ছে। অথচ এসব মাদ্রাসার অধিকাংশের কোন অস্তিত্ব নেই।

রিপোর্টে কয়েকটি মাদ্রাসার চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে- 'বরিশালের মধ্য বাদলপাড়া এমবানিয়া দাখিল মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাটি রুস্তম মুন্সির মাদ্রাসা নামে পরিচিত। একটি বাড়ির সদর দরজায় গরুর খোঁয়াড় ও বাঁশের ঝাড়ের পাশে ছোট ঘরের নাম মাদ্রাসা। এলোপাতাড়িভাবে পড়ে থাকা কয়েকটি ভাঙা বেঞ্চসহ মোট ১৩টি বেঞ্চ দেখা গেল। কোন ছাত্রছাত্রী নেই। বাড়ির ভেতরে খবর দেয়ার পর কয়েকজন লোক আসেন। তারা এই মাদ্রাসারই শিক্ষক; কিন্তু প্রথমে নিজ নিজ পরিচয় গোপন রাখেন। পরে প্রসঙ্গত তাদের কাছ থেকে একথা আদায় করা হয়। তারা স্বীকার করেন, তারা এ মাদ্রাসারই শিক্ষক। মূলত কিছু লোকের বেকারত্ব ঘোচানোর জন্যেই এই মাদ্রাসার জন্ম। ১৯৮৬ সালের জুন হতে এভাবে কাগজে কলমে মাদ্রাসাটি টিকিয়ে রাখা হয়েছে। মাসে মাসে শিক্ষকরা সরকারি বেতন নিচ্ছেন।

বরিশালের গোমা দুধল সুন্দরকাঠী গারিবুল্লাহ দাখিল মাদ্রাসাটি দীর্ঘদিন যাবৎ জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। শিক্ষকরা মাসে ১/২ বার বেতনের খোঁজ নিতে আসেন। মাদ্রাসার ২টি ঘরেই গরু-ছাগলের পায়খানা পরিপূর্ণ। ২০ টি বেঞ্চ, ৪টি চেয়ার, ২টি ব্লাকবোর্ড মেঝেতে পড়ে আছে। কোন ছাত্রছাত্রী নেই।

পটুয়াখালী জেলার মির্জাপুর থানায় আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে, মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ২৭টি অথচ মাদ্রাসার সংখ্যা ২৯টি। এছাড়া স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী ৩৮টি ও ... টি রয়েছে। এখানেও অনেক মাদ্রাসায় সরকারি নিয়মনীতি মানার বালাই নেই।

মির্জাগঞ্জের পূর্ব আজুয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসার পাশাপাশি আরো কয়েকটি পুরনো মাদ্রাসা রয়েছে। সবগুলোই প্রায় অচল।

মুদ্রাকালিকাপুরের হোসানিয়া মাদ্রাসাটির পাশাপাশি আরো ২টি মাদ্রাসা থাকায় সবগুলোই অচল। একই থানায় মোহরকালিকাপুরের ইসলামাবাদ মোহানদিয়া দাখিল মাদ্রাসাটি জঙ্গল ও ডোবার মাঝে সম্পূর্ণ খোলা একটি টিনের ঘরে অবস্থিত। পরিদর্শনে ঘরের ভেতর ছাগল-গরুর গোবর পাওয়া গেল। দীর্ঘদিন যাবৎ কোন ক্লাস হয় না।

১৯৯৫ সালে ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানার মাদ্রাসাগুলোর উপর একটি তদন্ত রিপোর্ট জমা দেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা পরিদর্শক মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান। ৯৫-র ২৩ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি তদন্ত করেন।

রিপোর্টে তিনি মন্তব্য করেন, রাজাপুরে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ ছাড়াই অপরিমেয় এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বহু মাদ্রাসার সৃষ্টি হয়। সরকারি অনুদানও প্রদান করা হয়। অথচ শিক্ষার পরিবেশ নেই। এ থানায় স্বীকৃত ও অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৫৪টি অথচ হাইস্কুল ৩৭টি, কলেজ আছে ২টি।

এই থানার কয়েকটি মাদ্রাসার চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ নৈকাঠি মুস্তাফাবিয়া দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসাটির নিজস্ব কোন ঘর নেই। রাস্তার আনুমানিক ২০ হাত পশ্চিমে ৬ ফুট উঁচু ইটের পিলারের একটি পুরাতন কাঠামো আছে। বহুদিন আগে নির্মাণকাজ পরিত্যক্ত হওয়ায় ইটের গায়ে শেওলা ও গাছ জন্মেছে।

কাঠামোর ভেতরে ফাঁকা জায়গায় ধঞ্চি বোনা হয়েছে। মাঝে মাঝে কলাগাছ লাগানো হয়েছে। পাশে জংলি গাছ গজিয়ে বড় হয়েছে। দক্ষিণ পাশে কিছুটা মাঠ সাইজের খোলা জায়গা আছে, যাতে গরু-ছাগল বাঁধা দেখা গেছে। এই মাদ্রাসার কোন ছাত্রছাত্রী নেই। ১৩ জন শিক্ষক ও ১ জন কর্মচারী মাসে মাসে সরকারি টাকা পান।

নিজামিয়া হাচিনা বেগম বালিকা দাখিল মাদ্রাসাটির নিজস্ব কোন গৃহ পাওয়া যায়নি। জলাশয়ের পাশে অবস্থিত একটি ছোট্ট ঘর মাদ্রাসার অফিস হিসেবে পরিচিত। এই মাদ্রাসার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে দেখানো হয়েছে, বিগত ৫ বছরে মোট ৮ জন পরীক্ষা দিয়ে ৩ জন পাস করেছে। এই মাদ্রাসায় ১২ জন শিক্ষক সরকারি বেতন নেন।

অরুয়া সোনারগাঁও বালিকা দাখিল মাদ্রাসার চিত্র আরো ভয়াবহ। এই মাদ্রাসার কোন গৃহ নেই, শ্রেণীকক্ষ নেই, আসবাবপত্র নেই, শিক্ষার্থী নেই, কমিটি নেই, মঞ্জুরি নেই, তহবিল নেই। অথচ বেশ কয়েকজন শিক্ষক মাসে মাসে বেতনের সরকারি অংশ তুলে নেন।